গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
প্রবাসী কল্যাণ ভবন
৭১-৭২, পুরাতন এফিল্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা
বাজেট শাখা
www.probashi.gov.bd

নং-৪৯.০০.০০০০.০৪৩.১৬.০০৭.১৯.৫০৯ তারিখ : ০৬/১০/২০১৯খ্রি

সভাপতি : জনাব মোঃ নাজীবুল ইসলাম
অতিরিক্ত সচিব
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ ও সময় : ০২ অক্টোবর ২০১৯ দুপুর: ০২ ঘটিকা
সভার স্থান : অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) এর অফিস কক্ষ
সভার উপস্থিতি : পরিশিষ্ট ক দ্রষ্টব্য

সভাপতি উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভা শুরু করেন। সভাপতি ই-নথি কার্যক্রম বিষয়ে সার্বিক ধারণা প্রদানের জন্য জনাব মোঃ হোসাইন মোহাম্মদ মামুনকে অনুরোধ করলে তিনি নিম্নরূপ তথ্য সভায় তুলে ধরেন।

ই-ফাইল প্রতিবেদন সেপ্টেম্বর, ২০১৯

নং	শাখা	ই-ফাইলে নথি নিষ্পত্তিকৃত (শুধু নোটে নিষ্পন্ন)	ই-ফাইলে নথি জারীকৃত (নোটে নিষ্পন্ন + পত্র জারীকৃত)
১	প্রশাসন শাখা	১	০
২	বাজেট শাখা	৬	২
৩	সেবা ও প্রটোকল শাখা	৭	০
৪	আইসিটি সেল	৫	২
৫	সংসদ ও সমন্বয় শাখা	২	০
৬	গ্রহণ ও প্রেরণ শাখা	২	০
৭	হিসাব কোষ	০	০
			০
৮	কল্যাণ শাখা	০	২
৯	মিশন শাখা		
১০	কর্মসংস্থান-১ শাখা	১৯	৩
১১	কর্মসংস্থানশাখা ২-	১১	০
১২	কর্মসংস্থানশাখা ৩-	১	০
১৩	কর্মসংস্থানশাখা ৪-	৩	০
১৪	পরিকল্পনা শাখা	১২	০
১৫	প্রশিক্ষণ শাখা	২	০
১৬	মনিটরিং শাখা	১	০

১৭	এনফোর্সমেন্ট শাখা	৮	
১৮	দপ্তর ও সংস্থা শাখা	০	০
১৯	আইন শাখা	১	৫
২০	গবেষণা ও নীতিমালা	৩	০

সভাপতি জানান বিগত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখের তথ্য অনুযায়ী ই-নথি কার্যক্রমের ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ের বর্তমান অবস্থান সন্তোষজনক নয়। তিনি আরো জানান, গত মাসে ১৬টি শাখা ই-নথি কার্যক্রমে কোনো নম্বর পায়নি। এ অবস্থানের পিছনে কারণসমূহ ও করণীয় সম্পর্কে সভায় আলোচনা করা হয়।

প্রোগ্রামার জনাব মোঃ হোসাইন মোহাম্মদ মামুন জানান ই-নথি কার্যক্রমে দুই ধরণের পদক্ষেপের ভিত্তিতে নম্বর পাওয়া যায়। যথা: ক) ই-নথিতে যেকোনো নোট নিষ্পন্নকরণ ও খ) ই-নথিতে নিষ্পত্তিকৃত নোটের ভিত্তিতে পত্রজারিকরণ। কেন্দ্রীয়ভাবে কোনো ডাক না পাওয়া গেলেও যদি সরাসরি প্রাপ্ত পত্রের হার্ডকপির ভিত্তিতে ই-নথিতে নোট নিষ্পন্ন করা হয়, তবুও নম্বর পাওয়া যাবে। কেন্দ্রীয়ভাবে অনলাইনে প্রাপ্ত ডাক এর উপর ই-নথিতে নোট নিষ্পন্ন করা হলেও সমপরিমাণ নম্বর পাওয়া যাবে। তবে উভয় ক্ষেত্রে খসড়া পত্রসহ নোট ই-নথিতে দিতে হবে। সুতরাং দুটোই গুরুত্বপূর্ণ।

উল্লেখ্য, যেসব পত্র কেন্দ্রীয়ভাবে ই-নথিতে পাওয়া যাবে সেসব পত্র নথিজাতযোগ্য হলেও যদি শাখা কর্মকর্তা **"নথিজাত করা যেতে পারে"** লিখে উপস্থাপণপূর্বক একধাপ উপরের কর্মকর্তার অনুমোদন নিয়ে নিষ্পত্তি করেন, তবুও নম্বর পাওয়া যাবে।

আবার হার্ড ফাইলে উপস্থাপিত ও নিষ্পত্তিকৃত নোট পুনরায় ই-নথিতে উপস্থাপনের মাধ্যমেও নম্বর অর্জন করা সম্ভব। যেমন হার্ড ফাইলের নোটটি পুনরায় ই-নথিতে দেওয়া যেতে পারে এবং শেষে **"হার্ড ফাইলের সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে"** মর্মে প্রস্তাব করা যেতে পারে। এভাবে হার্ড ফাইলের নোট দ্বিতীয়বার ই-নথিতে জারিযোগ্য পত্রের খসড়াসহ উপস্থাপনকারী কর্মকর্তা একধাপ উর্ধ্বের কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপন করার পর যদি একধাপ উর্ধ্বের কর্মকর্তা অধঃস্তনের নিকট অনুমোদনপূর্বক নামিয়ে দেন ও তদানুযায়ী ই-নথিতে পত্র জারি করা হয় তবে পুরো নম্বর পাওয়া যেতে পারে।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণ জানান নেটের গতি কম থাকায় ই-নথি কার্যক্রম সম্পাদনে সমস্যা হচ্ছে মর্মে অবগত করেন। এ প্রসঙ্গে প্রোগামার জনাব মোঃ হোসাইন মোহাম্মদ মামুন জানান অতীতে মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব ইন্টারনেট কানেকশন সেবা থাকলেও বর্তমানে পূর্বতন সচিব মহোদয়ের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড এর ইন্টারনেট কানেকশনে ই-নথি কার্যক্রম চালানো হয়। নেটের গতি ৭০ এমবিপিএস পাওয়ার কথা থাকলেও গড়ে ৩০-৩৫ এমবিপিএস পাওয়া যায়। তাই গতি বাড়াতে হলে মন্ত্রণালয় কর্তৃক Bandwidth ক্রয় না করে নেটের গতি বাড়ানো সম্ভব নয়।

সভাপতি জানান, যে কোন মূল্যে আগামী ০১ নভেম্বর ২০১৯ তারিখের রিপোর্টে এ মন্ত্রণালয়কে ই-ফাইলিং কার্যক্রমে সচিব মহোদয় এক নম্বর অবস্থানে নিয়ে যেতে বলেছেন। তাই প্রয়োজন হলে Bandwidth ক্রয় করতে হবে।

সভায় পূর্বে কতবার কী পরিমাণ অর্থে Bandwidth ক্রয় করা হয়েছে তা উল্লেখপূর্বক Bandwidth ক্রয়ের প্রস্তাব দেওয়ার জন্য প্রোগামার জনাব মোঃ হোসাইন মোহাম্মদ মামুনকে অনুরোধ করা হয়।

নিয়মানুযায়ী ফ্রন্টডেস্ক থেকে সকল পত্র সচিব মহোদয়ের দপ্তর হয়ে বিভিন্ন উইং/অধিশাখা/শাখায় যাবার কথা। এক্ষেত্রে কিছুটা ব্যত্যয় লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

সিদ্ধান্ত:

(ক) অনুবিভাগ প্রধানগণ সার্বক্ষণিকভাবে নিজ নিজ অনুবিভাগের ই-নথি কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করবেন এবং মাস শেষে অনুবিভাগ প্রধানদের স্বাক্ষরে প্রত্যেক অনুবিভাগ একটি প্রতিবেদন প্রশাসন অনুবিভাগে প্রেরণ করবেন।

(খ) সকল শাখা ও অধিশাখা ই-নথি কার্যক্রমে সাফল্য আনয়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নিবেন।

(গ) সভার আলোচনা মোতাবেক প্রোগামার ও উপসচিব (সেবা) কে Bandwidth বাড়ানোর জন্য ক্রয় কার্যক্রম শুরু করতে অনুরোধ করা হলো।

(ঘ) দ্রুততম সময়ের মধ্যে ফ্রন্টডেস্ক শতভাগ কার্যকর করার জন্য সংশ্লিষ্টদের আরো তৎপর হতে হবে। এক্ষেত্রে ইক্যুইপমেন্টসহ যা যা প্রয়োজন তার চাহিদাপত্র উপস্থাপনের জন্য সহকারী প্রোগ্রামারকে অনুরোধ করা হলো।

উপসচিব (বাজেট) ড. মাসুমা পারভীন মন্ত্রণালয়ের বাইরে সংযুক্ত থাকা সত্ত্বেও সভায় উপস্থিত হওয়ায় বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হলো।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ নাজীবুল ইসলাম)
অতিরিক্ত সচিব
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান
মন্ত্রণালয়

বিতরণ:

১। অতিরিক্ত সচিব (সকল), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
২। যুগ্মসচিব (সকল), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
৩। উপসচিব (সেবা), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
৪। উপসচিব (বাজেট), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
৫। সহকারী প্রোগামার, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।
৬। অফিস কপি।

অনুলিপি:

০১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।